BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International journal)

DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/07.2024-16855911/BIJMRD/Vol -2 / 5/2024/A3

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 5| June 2024| e-ISSN: 2584-1890

বাংলা সাহিত্যে নাট্য সংলাপের শৈলীগত অধ্যয়ন

Tinku Kumar Ghorai

Research Scholar, Department of Bengali

RKDF University, Ranchi

ভূমিকা:

শৈলীগত দিক থেকে নাটকের সংলাপ-বিশ্লেষণ বিভিন্ন মাত্রার সন্নিবেশ দাবি করে। নাট্যতত্ত্ববিদ A. Nicoll নাটকের সংলাপকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন: 'ordinary speech এবং 'patterned language' হিসেবে। সাধারণত আটপৌরে, স্বাভাবিক ক্রদের গদ্য- সংলাপকে ordinary speech' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর পদ্য-সংলাপ তো বটেই, পদ্য-সংলাপও 'patterned language'-এর পরিধির মধ্যে পড়ে। প্রথম যুগের নাটকে এই দু'ধরনের সংলাপ রীতি একত্রে দেখা যেত। কারণ 'ordinary speech' এবং 'patterned Language' ছিল সংস্কৃত নাট্যাদর্শ অনুযায়ী পদ্য-পদ্যে সংলাপ রচনার মধ্যেই।

মূলশব্দ: *লোকসংস্কৃতি, লোকসাহিত্য, কল্পনাশক্তি, অভিজ্ঞতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

মূল বিষয়বস্তু :

বস্তুত 'ordinary speech' এবং 'patterned language' একই নাটকে চরিত্রের বাস্তবতার নিরিখে ব্যবহৃত হওয়া একটি প্রচলিত নাট্যরীতি। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো নাট্যকারের হাতে 'ordinary speech' রেও কখনও কখনও 'patterned language'-য়ের ছোঁয়া এসে লাগে। যেমন, বিসর্জন নাটকের অমিত্রাক্ষর সংলাপের মধ্যেও জনতা চরিত্রের মুখে দেওয়া হয় সাধারণ গদ্য সংলাপ। অথচ সেই সংলাপ বাক্ চাতুর্যে, দ্ব্যর্থকতায় ভিন্ন মাত্রিক হয়ে ওঠে। যথা- অক্কুর। ... তরে তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস, তোরা উত্তরের কী জানিস? উত্তর দিতে এসেছিস, উত্তরের জানিস কী? [বিসর্জন ১/৫]

'patterned language'-কে আমরা নানা মাত্রায় বিন্যস্ত করতে পারি। যেমন, কাব্যিক (poetic), মুকারস্কির মতে যা আসলে বাক্যের স্বাভাবিক ক্রম থেকে বিচ্যুতি (deviation)। যার পরিণাম বাক্যের কোনো একটি বিশেষ অংশের প্রমুখন (fore-- grounding)। এর সঙ্গে আবার সম্পর্কিত ভাষায় আলংকারিক প্রয়োগের দিকটি যা মূলত উপমা,

রূপক, প্রতীক, প্রতিমা ইত্যাদির সুষম বিন্যাসে গড়ে ওঠে।patterned language-এর গঠন নির্ভর করে বাক্যের সমান্তরাল গঠনের ওপর। এই সমান্তরালতা (parallelism) হতে পারে দুধরণের। ব্যাকরণিক ও শব্দকোষগত।এছাড়া অনেক সময় 'ordinary speech' এবং 'patterried language' নির্বিশেষে কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাক্য নাট্যচলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এই জাতীয় শব্দ, শব্দবন্ধ বা বাক্যকে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে যথাক্রমে Key word, key phrase এবং key sentence বলা হয়ে থাকে।

বাংলা নাটকে পদ্য সং আদিপর্ব থেকেই চলিত ছিল, অমিত্রাক্ষর সংলাপ রচনার প্রাথমিক প্রয়াস বাধা পেলেও, গিরিশচন্দ্র থেকে পেশাদারি থিয়েটারও অমিত্রাক্ষর মে নিয়েছে। কিন্তু পদ্যে রচিত হলেই তা কাব্যিক হবে, এমন সহজ মীমাংসা যেমন সম্ভব ন তেমনি গদ্যে রচিত সংলাপও যে কাব্যিক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি বিশেষ করে রবীন্দ্র নাটকে। এক্ষেত্রেও আলংকারিক গদ্যের সঙ্গে কাব্যিক গদ্যের পার্থক্যটিও মনে রাখা দরকার, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-সংলাপের আলংকারিক উচ্ছ্বাস এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এখানে কাব্যিক সংলাপের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া পেল। কাব্যিক পণ্য সংলাপ, লখিন্দর.... আজ রাত উৎসবের রাত। এই রাত্রে স্বাতী তারকার জল যদি ঝরে পড়ে-ইতিহাস অন্তঃসত্ত্বা হবে। [চাঁদ বণিকের পালা, ৩য় পর্ব (প্রথমাংশ)। এতো অল্প সময়ে আপন ভাবলেন? আপনার কপালের দুঃখ কেউ খণ্ডাতে পারবে না। লোকটি কে বলেছে অল্প সময়? কতো বছর। কতো কাল ধরে আমি ভালোবাসা নির্মাণ করে গেছি। কেউ না থাকলে, নিবেদন করার মতো কারুর দেখা না গেলেও কি ভালোবাসা ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে না। হঠাৎ কাউকে কাছে পেলে মুহূর্তের মধ্যে সেই বহুকালের সঞ্চয় দিয়ে দেখা যায় ... [কণ্ঠনালীতে সূর্য, অ অঙ্ক]

কাব্যিক: পদ্য সংলাপ

রঘুপতি। দেখো, দেখো, কী করে দাঁড়ায়ে আছে, গুড় পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো।

মুক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির। পাষাণ-চরণে তোর, মহৎ হৃদ আপনারে ডাঙিছে আছাড়ি। [বিসর্জন, ৫/৪]

আমি ক্লান্ত। বৃদ্ধা প্রশ্ন থাক, এখন ঘুমোতে নাও নিভন্ত নির্বাক ছারার গভীরে। কী হবে কথার রাশি কী হবে তর্কের বীজ বাতাসে ছড়িয়ো আমি ক্লান্ত যুক্তির জ্বালায়, আমাকে ঘুমোতে দাও একা নিরালায় ছায়ার গভীরে...... প্রশ্ন নিয়ে তুমি যাও, তর্ক নিয়ে যুক্তি নিয়ে তুমি যাও ফিরে, আমাকে ঘুমোতে দাও ছায়ার গভীরে। [এবং ইন্দ্রজি]

স্বাভাবিক নর্ম থেকে বিচ্যুতি-র (deviation) মধ্যে কাব্যিকতার সূত্র সন্ধান করেছেন মুকারস্কির মতো কেউ কেউ। বিচ্যুত ক্রমে স্বভাবতই বাক্যের অনালোকিত উপাদান-এর (non focussed element) প্রমুখ বা foregrounding ঘটে। ফলে প্রমুখন হওয়া উপাদানটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়াই যে অভিপ্রেত, তা বোঝা যায়। স্বাভাবিক ক্রমে যা নিছক, বিবৃতি, বিচ্যুত ক্রমে তা অনেক সময় আন্বয়িক রূপান্তরে ধ্বনিময়তার ভিন্নতল স্পর্শ করে: বেহুলা।। ...এতো ভালো কেউ কারে কোনোদিন বাসেনি কখনো [শম্ভু মিত্র, ১৪০৯: ১২৪]

স্বাভাবিক ক্রম: কেউ কারে কোনোদিন কখনো এতো ভালো বাসেনি। প্রমুখন এতো ভালো বিচ্যুত ক্রম; এতো ভালো কেউ কারে কোনোদিন বাসেনি কখনো।

উপমা, রূপক, প্রতীক, প্রতিমা ইত্যাদি কাব্যিক সংলাপের অন্যতম নির্ভরভূমি। তবে কাব্যিকতার গঠনগত উৎস যদি থাকে Elizabeth Drew কথিত rhythmically patterned language'-এর মধ্যে অর্থাৎ বিচ্যুত ক্রমের পরিণাম হিসেবে ধ্বনি আর নৈঃশব্দ্যের পুনরাবৃত্ত বিন্যাসের অদল বদলের মধ্যে; তাহলে উপমা, রূপক, প্রতীক, প্রতিমা ইত্যাদির ব্যবহার ভাষা উপাদানের paradigmatic পছন্দের ওপর নির্ভর করে। ফলে, এই জাতীয় আলংকারিক প্রয়োগ স্বাভাবিক ক্রমের বাক্যেও কাব্যিকতার কারণ হতে পারে। যেমন- গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি (নন্দিনী) রাঙা আলোর মশাল। [রক্তকরবী]

নেপথ্যে (রাজা)।... আমি প্রতাও মরুভূমি তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তওঁ, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। রক্তকরবী নেপথ্যে (রাজা)। ... নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা কাজ পাইছে দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে বাথিয়ে উঠেছে।গুরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে গুলিয়ে গেছে। [রক্তকরবী।প্রথম ।। দেশময় যেন শকুনের মতো এটা অকাল নেমোছে। [চাঁদ বণিকের পালা]

দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (S-O-V) জন রক্ষিত এখানে, কিন্তু 'রাঙা আলোর মশাল, প্রকার মরুভূমি, ছোট ঘাস', 'ক্লান্ত পাহাড় জাতীয় মেটাফর ভাষার প্রকাশতল-কে (level of expression] নাগনিক ও অনুষবাহী করে তুলছে।

কখনও কখনও এই ধরনের উপমা, প্রতিমার প্রয়োগ ব্যাখ্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে। কার্য- কারণ সম্পর্কের যৌক্তিকতা ভাষার পরিমিতি বোধকে লঙ্ঘন করতে চায়। যেমন 'ফাল্গুনী' নাটকে, চন্দ্রহাসের হাসিকে উপমিত করা হয়েছে-

- 'শুমোটের ঘোমটা' খুলে যাওয়ার সঙ্গে [যেন গুমোটের ঘোমটা খুলে গেল।]

  'বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি'-র সঙ্গে [এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি'।]

- 'করনার' সঙ্গে যে ঝরনা কালো পাথর'-কে ঠেলে নিয়ে যায়। [যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।]
- সূর্যের আলো'-র সঙ্গে- যা কুয়াশাকে বিদীর্ণ করে প্রকাশিত। ['যেন সূর্যের আলো, -কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার নিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে। [ফাল্গুনী, তৃতীয় দৃশ্য]
- নাট্যচরিজের আনুপূর্বিকতা, তার জীবন কিগত পটভূমির হদিস থেকে যেতে পারে উপমা বা প্রতিমা ব্যবহারের অন্তর্গত যুক্তিতে। যেমন, নাট্যচরিত্রের লোকায়ত উদ্ভবের ইঙ্গিত বাকে এই ধরণের নাট্যসংলাপে।

হক্কা। মানা হতে পা ছুঁসনে। পুলিমের ছিল। সুখী। চাঁদ উঠেছিল ধামার মতো। ... | মনোজ মিত্র, নেকড়ে, ১ম অঙ্ক ২য় দৃশ্য

বাঞ্ছা।। ফাকেলাস। ফাকেলাস বৌ হয়েছে তোর ওপে। আয়... আর... কাছে আয়। কেমন কচি লাউডগার মত বৌ এনেছে আমার শালা [মনোজ মিত্র, সাজানো বাগান; ১ম অঙ্ক: ৪র্থ দৃশ্য)]

পুণিময় বড় চাঁদ ধামার মতো ফাসকেলাস বৌ কচি নাউজপার মত এই জাতীয় উপমা প্রয়োগ গ্রামীণ সাধারণ অথবা চাষের সঙ্গে যুক্ত চরিত্রের পরিচয়কে আপন করে।বস্তুত, বিমূর্ত ভাবনার মূর্ত প্রকাশরূপ যখন খুঁজতে চান নাট্যকার

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2024

এবং সেই সূত্রে নাট্যচরিত্রের মনোভঙ্গী অথবা মনোভার এভাবে রূপায়িত করতে চান যে, তা নিছক ক্ষোভ, বেদনা কিংবা অন্তর্ময়তার চেয়ে বেশি হয়ে ওঠে, তখন তাঁকে যোগ্য প্রতিমার দ্বারস্থ হতে হয়। যেমন, জরসিহের আজন্মলালিত প্রশ্ন যার বিশ্বাসের পতনমুহূর্ত, কিংবা চাঁদ বণিকের ব্যর্থ অথচ অ-পরাহত জীবন সন্ধান, কিংবা চির কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ অশ্বত্থামার প্রিয়নিয়োগের যন্ত্রণা, ভিন্ন ভিন্ন নাট্যকার একই পন্থায় ভাষারূপ দিতে চান, যে পথ কবিরও বটে। যথা-

জয়সিংহ। ... তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,

বুড়িছে সুড়ঙ্গপথ চোরের মতন রসাতলগামী? [বিসর্জন, ২/১]

অর্থা।। (অদ্ভুত গলায়) কোথায় তোমার স্বর্ণমুকুট...রত্নের আস্তরণ। চির উন্নত ললাট। ওরে এমন করে আমার আকাশের সূর্যটাকে ছিঁড়ে নামাল কে? [প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো অশ্বত্থামার কণ্ঠস্বর] [মনোজ মিত্র, "অশ্বত্থামা', 'গোধূলি- পর্ব, চাঁদ।। সব পরিচয় যেন জলের আল্পনা? [চাঁদ বণিকের পালা]

বাক্য গঠনে ব্যাকরণিক সমান্তরালতা (grammatical parallelism) বাংলা নাটকে বিশেষত, দীর্ঘ সংলাপের ক্ষেত্রে একটি ধারাবাহিক লক্ষণ। এই ধরনের সংলাপ high pitch ৪ acting এর পক্ষে অনুকূল বলে, গিরিশচন্দ্রের যুগে এই জাতীয় সংলাপ খুব জনপ্রিয় ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপ সমান্তরাল বাক্যগঠনের জন্য সুবিদিত। তখনকার দিনে থিয়েটারের মোশনমাস্টারদের নির্দেশ থাকত, এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলার। খালি গলায় সংলাপ বলতে হত বলে অভিনেতাদের পক্ষে এই ধরনের বাক্য রীতিতে মাপে ধাপে গলা তোলা তুলনায় সহজ ছিল। গঠনবিন্যাসের পুনরাবৃত্ত প্রকৃতির জন্য সংলাপ মনে রাখাও কঠিন হত। না।একই ব্যাকরণিক গঠনের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সাম্য ও বৈপরীত্যের একটি দোটানা বিরল নয়। যে কারণে সমান্তরালতা প্রসঙ্গে তাত্ত্বিকরা জানান, in any parallelistic pattern there must be an element of identity and element of contrast. [Leech, 1984 65] এবং the assignment of significance to a parallelism rests upon a simple principle of equivalence. (Leech, 1984 67) |

উপসংহার:

এভাবে শৈলীবিজ্ঞানের নানা মাত্রার নাট্য সংলাপকে বিশ্লেষণ করা চলে। এমনকি সংবর্তনী ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও নাট্যসংলাপের নানা বৈচিত্র্য অনুধাবন করা সম্ভব। আমাদের আলোচনায় তারই সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। বস্তুত, বাংলা নাট্য সংলাপের শৈলীগত প্রয়োগগুলির সম্ভাবনার অনুসন্ধান আমাদের নাট্য গবেষণার একটি ভিন্ন পরিসর দাবি করে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী:

পরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯৯১, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, কলকাতা, প্যাপিরাস অমর দত্ত, ১৯৯৪, উনিশ শতকের শেষার্থে বাঙলা দেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স

অমিত মৈত্র, ২০০৪, রঙ্গালয়ে বঙ্গনটী, কলকাতা, আনন্দ অমিতাভ দাস, ২০১০, আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস

অমৃতলাল বসু, ১৯৯৪, শ্রেষ্ঠ প্রহসন (ক্ষেত্র গুপ্ত ও শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যার সম্পা), কলকাতা, পুঁথি প্রকাশনা

অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৮৫, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, জেনারেল পাবলিশার্স এন্ড প্রিন্টার্স

১৯৯৫, বাংলা একাঙ্ক নাট্য সংগ্রহ (সম্পাদিত), নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি

১৯৯৪, রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রয়োগ, কলকাতা,

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৬, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, কলকাতা, নাট্যচিন্তা - ২০১১, নাটক সমগ্র ১ম খণ্ড, কলকাতা, প্রতিভাস

২০১১, নাটক সমগ্র ২য় খণ্ড, কলকাতা, প্রতিভাস

Citation: **Ghorai. T. K.,** (2024) "বাংলা সাহিত্যে নাট্য সংলাপের শৈলীগত অধ্যয়ন" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-5, June-2024.